আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শহিদদের প্রতি ভ্যানগার্ডের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা

MONTHLY VANGUARD

ভ্যানগার্ড

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র : ফেব্রুয়ারি ২০২০ : দাম-দশ টাকা

পাটশিল্পের অন্তিম যাত্রা : ফেরার পথ কী পৃষ্ঠা-৭

শ্রমিকের অধিকারসমূহ সংগ্রামের পথেই আদায় করতে হবে পৃষ্ঠা-৮

অধ্যাপক অজয় রায় বড় মাপের মানুষ ছিলেন পৃষ্ঠা-১১

Website : www.vanguardonline.info Party Website : www.spb.org.bd /Socialist-Party-of-Bangladesh

অধ্যাপক অজয় রায় বড় মাপের বিজ্ঞানী ও বড় মানুষ ছিলেন

কমরেড খালেকুজ্জামান

অধ্যাপক অজয় রায়ের স্মরণে টিএসসিতে অনুষ্ঠিত নাগরিক শোকসভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড খালেকুজ্জামান

অধ্যাপক ড. অজয় রায় স্মরণ নাগরিক কমিটির উদ্যোগে ১২ জানুয়ারি '২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে অধ্যাপক অজয় রায় এর স্মরণে নাগরিক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, সিপিবির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোহাম্মদ শাহ আলম, মানবাধিকার কর্মী অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, অধ্যাপক বেলায়েত হোসেন, অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক, অধ্যাপক এ এন রাশেদা, খুশী কবির, ড. এম এম আকাশ, বীর মুক্তিযোদ্ধা রোকেয়া কবীর, ডা. মুশতাক হোসেন, অধ্যাপক কাবেরী গায়েন, অজয় রায়ের পুত্র অনুজিৎ রায়, বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়া উদ্দিন তারেক আলী, অধ্যাপক এম এ আজিজ মিয়া, মোজবাহ উদ্দীন আহমেদ, জীবনানন্দ জয়ন্ত ও আল কাদেরী জয়। সভা পরিচালনা করেন সাংস্কৃতিক কর্মী জামসেদ আনোয়ার তপন। সভার শুরুতে শোকসংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর। আবৃত্তি করেন ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, অধ্যাপক অজয় রায় বড় মাপের বিজ্ঞানী ছিলেন। তার চেয়েও বড় মাপের মানুষ ছিলেন। তাঁর জীবন ছিল বহুমাত্রিকতায় বিস্তৃত। সেজন্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে বিশেষ করে ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে এক উজ্জ্বল সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাঁকে আমরা পাই। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জনগণের পক্ষে নীতিগত অবস্থানে শেষ দিন পর্যন্ত সর্বোচ্চ সাধ্যে এবং সামর্থ্যে তিনি অটল দাঁড়িয়েছিলেন। বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, সেক্যুলার, প্রগতিশীল অবস্থানে সর্বদাই তিনি ছিলেন অনড়। নীতিগত প্রশ্নে অনমনীয় মনোভাব ও কঠিন সংকল্প সত্ত্বেও ব্যক্তিত্বের মাধুর্য্যে যুক্তিপূর্ণ সদালাপে

প্রতিকূলতাকে জয় করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। বহুগুণে গুণান্বিত এই মানুষটির সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে যারাই কখনও এসেছেন তার অনুপস্থিতিতে তাদের প্রত্যেকের অন্তরে বেদনাবোধ ও একটা শূন্যতা যে তৈরি হবে তা বলা যায় নিঃসন্দেহে। আমরা তার ব্যতিক্রম নই। আমাদের দলের নেতা-কর্মীদের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল অনুপ্রেরণাদায়ক ও আন্তরিক। আমি দলের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে যখন আমাদের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, তখনই অজয় রায় যুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলেন। মে মাসের শেষ দিকে তিনি কুমিল্লা-ত্রিপুরার সীমান্ত অতিক্রম করে ত্রিপুরার সোনামুড়া নামকস্থানে পৌঁছান। সেখানে বিএসএফ এর একটি ক্যাম্পে প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। আমিও সেই ক্যাম্পে প্রাথমিক ট্রেনিং নিয়ে আগেই নিয়মিত প্রশিক্ষণের জন্য অম্পিনগর ক্যাম্পে যাই। সেখান থেকে ফিরে এসে ২নং সেক্টরের হেড কোয়ার্টার মেলাঘর হয়ে নির্ভয়পুর ক্যাম্পে সাবেক কুমিল্লা জেলা (বর্তমান - কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর) এফএফ বাহিনীর অধিনায়কের দায়িত্ব নিয়ে যুদ্ধকাজে অংশ নেই। সেই সময় পূর্বাঞ্চলীয় রাজনৈতিক যোগাযোগ ও সার্বিক সমন্বয় তত্ত্বাবাধানের দায়িত্বে ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা এম এন এ অধ্যাপক খোরশেদ আলম। তিনি আমারও শিক্ষক ছিলেন। অজয় রায় তার সাথে একসময় শিক্ষকতার সুবাদে পরিচিত ছিলেন। অধ্যাপক খোরশেদ আলম বলেছিলেন, আমি একজন তরুণ অধ্যাপককে পেয়েছিলাম, যে স্বল্প সময়ে যুদ্ধবিদ্যায় যেমন পারদর্শিতা দেখিয়েছে তেমনি তার প্রশাসনিক কাজ পরিচালনায় দক্ষতা বিবেচনায় আমি তাকে স্বাধীন বাংলা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য পাঠিয়েছি। অনেক পরে জেনেছি তিনিই ছিলেন সেই অধ্যাপক অজয় রায়। অনেকেই ভারত সরকারের কাছ থেকে মাসোহারা নিয়ে প্রবাসী সরকারের নানা কাজে নিয়োজিত ছিলেন। অজয় রায় অবৈতনিক কাজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে সরকারি কাজে যুক্ত হয়েছিলেন।

খালেকুজ্জামান বলেন, আমাদের দল যখন শিক্ষা আন্দোলনকে একটা পর্যায়ে এগিয়ে নেয় এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের মাধ্যমে ৬ দিনের শিক্ষা সম্মেলন করি এবং পল্টন ময়দানে শিক্ষা কনভেনশন করি, তারই পরবর্তী ধাপে সার্বিক শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য যে শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চ গড়ে উঠে, অজয় রায় তার সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে এই আন্দোলনকে সারা দেশে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। কিন্তু আমরা সবাই মিলে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে সে আন্দোলনকে তার পরিণতিতে নিয়ে যেতে পারিনি। তবে শিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে অজয় রায় আজও প্রেরণা হিসাবে রয়েছেন।

অধ্যাপক অজয় রায় এর অদম্য প্রাণশক্তির পরিচয় আমরা পাই মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের হাতে তার পুত্রের হত্যাকাণ্ডের পর। পুত্রশোকের চেয়েও মুক্তচেতনার বিশাল ঘাটতিজনিত পরিস্থিতির উদ্বেগ ও প্রতিকার তার কাছে বড় হয়ে ছিল। পুত্র হত্যার বিচার ছিল উপলক্ষ্য। অজয় রায় একজন পূর্ণ মানুষ হিসাবে জাতির আকাঙ্ক্ষায় ও চেতনায় জাগ্রত থাকবেন। নব প্রজন্মকে সেই পূর্ণ মানুষের মনুষ্যত্ব অর্জনের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে এগুবার আহ্বান রেখে আমি আবারও গভীর শ্রদ্ধায় তাঁকে স্মরণ করে শেষ করছি।

কমরেড শাহ আলম বলেন, প্রগতির চিন্তাকে চাপাতি দিয়ে পেছানো যায় না। অজয় রায় তাঁর কাজের মধ্য দিয়েই বেঁচে থাকবেন। মানবাধিকারকর্মী সুলতানা কামাল বলেন, দেশের মানুষ ক্রমেই নাগরিক বোধ হারিয়ে ফেলছে। তাই নাগরিক বোধের এই অনুষ্ঠানে মানুষের ভিড় ক্ষীণ। যেসব অনুষ্ঠানে দলীয় আনুগত্যের ব্যাপার আছে, সেখানে কিন্তু শয়ে শয়ে, হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হবে। যেখানে শুধু ক্ষমতার কাছে আনুগত্য থাকে, সেখানে আমরা থাকি। আর যেখানে নিজস্ব ধ্যানধারণা প্রকাশের ব্যাপার থাকে, সেখানে উপস্থিতি কম থাকে। তিনি বলেন, এতে আমি বিস্মিত নই। এ ধরনের নাগরিক স্মরণসভায় মানুষের সমাগম বেশি থাকে না। যেহেতু আমরা নাগরিক বোধ হারিয়ে ফেলছি তাই নাগরিক কোনো অনুষ্ঠানে নাগরিকদের উপস্থিতি কম থাকবে। আজকে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি বলে ক্ষমতায় আছেন, স্বপক্ষের কথা বলে সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বেশ ভালো জায়গায় অবস্থান নিয়েছেন, তাঁরা কিন্তু অনবরত আপস করছেন। সেই জায়গায় অজয় রায় একজন আপসহীন অনন্য মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত আছেন, থাকবেন।

তিনি আরও বলেন, সংসার জীবনে আমাদের অভিভাবকের মৃত্যু হলে আমরা যে কোনভাবে আমাদের সম্পদকে রক্ষা করার চেষ্টা করি। যারা আমাদের আদর্শের অভিভাবক, দর্শনের অভিভাবক তাঁদের মৃত্যুর পর তাদের রেখে যাওয়া সম্পদগুলো রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, অজয় রায় ছাত্রজীবনের শুরু থেকে গণজাগরণ ও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি চাইতেন এই দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হোক। স্বাধীন দেশের নীতিতে সমাজতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে, তবে বাস্তবায়ন হয়নি। বিজ্ঞানমনস্ক এই শিক্ষক সব সময় দায়িত্বশীল ছিলেন। তিনি কখনোই শিক্ষকতায় অবহেলা করেননি। তাঁর চিন্তা, ব্যক্তিত্ব ও কর্মজীবন সবার শিক্ষণীয়।

আলোচক বৃন্দ বলেন, মানুষ তার পূর্বের প্রজন্মের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে, শিক্ষা নিয়ে সমৃদ্ধ হয় অধ্যাপক অজয় রায় সারাজীবন আমাদের সেটা দিয়ে গেছেন। তিনি ছিলেন প্রেরণাদায়ী একজন আলোকিত মানুষ। সমাজ নির্মাণে বুদ্ধিজীবীদের স্বরূপ আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে দেখেছি। তিনি মুক্ত ও মানবিক সমাজ, বুদ্ধিবৃত্তিক মানুষ, শোষণহীন সমাজ, উদার গণতান্ত্রিক পরিবেশ দেখতে চেয়েছিলেন যা প্রত্যেক বড় মানুষের স্বপ্ন থাকে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসন আইনের জন্য লড়াই করেছেন তা অবশ্যই আজকের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন নয়। তাঁর নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা স্থাপনার নাম করণের দাবি জানাই।

নেতৃবৃন্দ বলেন, অধ্যাপক অজয় রায় মনে করতেন পরকালে যেহেতু রাষ্ট্র কোন ভূমিকা রাখতে পারে না তাই ইহজাগতিকতায়ও ধর্মের বিষয়ে রাষ্ট্রের কোন ভূমিকার প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী শিক্ষা প্রসারে যদি কোথায়ও অল্প কয়েকজন মানুষও

উদ্যোগ নিতেন তিনি সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি আপাদমস্তক একজন প্রগতিশীল, যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন।

সভায় সভাপতির বক্তব্যে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী বলেছেন, এই রাজনৈতিক সময়ে আমরা মৌনতা অবলম্বন করছি, যা দুঃখজনক। রাজনৈতিক এই পরিবেশে আমরা শুধু আপস করতেই দেখছি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ক্রমে বিসর্জনের পথে চলেছে। এই জায়গা থেকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ফিরিয়ে আনতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'রাজনীতিহীন একটি রাষ্ট্র যখন পরিচালিত হয়, তখন এমন কষ্টে মানুষকে সারাক্ষণ দহন করতে থাকে। আজ অজয় রায় নেই। তিনি বাংলাদেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। তাঁর জ্ঞান, কাজ, আদর্শ, চিন্তা ও পরিবর্তনের আশার পথে আমাদের চলতে হবে। তিনি আরও বলেন, অজয় রায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের প্রায় সব গণতান্ত্রিক ও নাগরিক আন্দোলনে সামনের কাতারের মানুষ ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত বছরের ৯ ডিসেম্বর বার্ধক্যজনিত নানা অসুখে মারা যান অধ্যাপক ড. অজয় রায়।